দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 MAR 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

009

কিণ্ডার গার্টেনে পাপন-কাকনেরা

নয়ন রহমান

কিণ্ডার গার্টেনের সমর্থনেই অনেক বক্তব্য অনেক জায়গায় রেখেছি। রেখেছি বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে কিণ্ডার গার্টেন— প্লে গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। শহরেই এর জন্ম শহরেই এর বিস্তৃতি। এ দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় এর সংখ্যা প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাইতে খুবই কম। তবে শিক্ষা বিস্তারে এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শহরাঞ্চলে জনসংখ্যার সাথে সংগতি রেখে প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। গ্রামে এর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। শহরাঞ্চলের লোকেরা শিক্ষার প্রতি বেশী আগ্রহী। চাকরিজীবী সাম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা কেউ স্কুলে পড়ে না বা অভিভাবকরা স্কুলে পাঠান না এমনটা দেখা যায় না। গ্রামের মানুষের পেশা, আর্থিক অবস্থা ও নানা কারণ শিক্ষা বিমুখতার জন্য দায়ী। শহরে শিক্ষার নানা রকম সুযোগ-সুবিধাও গ্রামের তুলনায় বেশী। প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা যেমন সত্য তেমনি স্বীকার করতে হয় প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেক অবস্থার জন্যই মানুষ কিণ্ডার গার্টেনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পাড়ায় পাড়ায় কিণ্ডার গার্টেন হওয়ার ফলে অভিভাবকরা সন্তানদের নিরাপত্তার জন্য এসব স্কুলে ছুটে আসেন, সবচেয়ে বড় কথা এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে উন্নত।

কিণ্ডার গার্টেন থাকা উচিত কি বিলুপ্ত হওয়ার দরকার তা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ চলতে পারে। তবে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে আমরা বাস করছি যেখানে প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিক নয় সেখানে অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার জন্য কিণ্ডার গার্টেন থাক একান্ত প্রয়োজন।

তবে এসব কিণ্ডার গার্টেনে আমাদের ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে, কি শিখছে, কেমন করে শেখানো হচ্ছে, তাদের মানসিক ধারা কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, তাদের সন্তোষ, রাগ, অভিমান, বিদ্রোহ— এসবের কারণ আমাদের তলিয়ে দেখা দরকার। বিশ্লেষণে কারণ বেরিয়ে এলেই তা সংশোধনের একটা ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

বক্তব্যের শিনোনাম কিণ্ডার গার্টেনে আমাদের পাপন-কাকনরা কেমন আছে— এ প্রসঙ্গে একদিনের একটি ঘটনার বিবরণ দিতে চাই। পাপন সাত বছরে পা দিয়েছে। কিণ্ডার গার্টেনের ক্লাস টু'র ছাত্র। স্কুল ছুটি হলে আমার কাছে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। ওর আকর্ষণ আমাদের লাইব্রেরীটি।

পাপন খুব কথা বলে। নানা প্রশ্ন করে। কখনো ওর প্রশ্নের জবাব দিই। কখনো শিশু মনস্তত্ব জেনেও ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিই। একদিন আমার টেবিলে সাজানো বই নিয়ে পাপন নাড়াচাড়া করতে থাকে।

আমি ওকে বললাম, এসব বই তোমার জন্য নয় বাবু। যখন তুমি বড় হবে তখন এসব পড়ে বুঝতে পারবে।

পাপন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, খালামনি, তুমি কেন আমার জন্য লেখনা।

আজ আমাকে হ্যাড ম্যাডাম মেরেছেন।
এই দ্যাখো, পিঠে দাগ আছে.....
বড় ম্যাডাম আমাকেই একা মারেননি।
আরও অনেককে মেরেছেন।

ছটফটে চঞ্চল— যেন চড়ুই একটা। মাথা বড়। চোখ বড়, গায়ের রঙ তামাটে। চুল খাড়া খাড়া। দূর থেকে মাথাটি দেখলে কদম ফুলের কথা আমার মনে হয়। হাত-পা ও মুখে অজস্র দাগ— কেটে যাওয়ার দাগ। কি ধরনের দুষ্টু ছেলে এ দাগগুলো তার প্রমাণ।

.....স্কুলটা একদম পচা। একটা ফ্যান নেই। কি গরম! স্কুলে শুধু পড়া দেয়। বলে বাসা থেকে শিখে এসো.....

স্কুলের বন্ধুদের সাথে ওর দারুণ ভাব। নিজের সবকিছু ও বন্ধুদের বিলিয়ে দিতে পারে। মারপিট ঘেয়ে না শুলে আজও ওর ঘুম হয় না। ছোট বোনটাকে নিয়ে ওর দারুণ হিংসে। মার কোল বোনটা দখল করে নিয়েছে বলে ওর অভিযোগ। বোনটা যা যা খাবে ওরও তাই খাওয়া চাই। এমনকি ওষুধটা পর্যন্ত। সেই দুষ্টু পাপন আমাকে ওর জন্য লিখতে বলছে।

.....আমাদের স্কুলের এক মেয়ে রোজ আংগুর আর আপেল নিয়ে আসে। একটা ছেলে তার আংগুর খেয়ে ফেলেছিল। ক্লাস টিচার ঐ ছেলেটার পিঠে বড় করে লিখে দিয়েছেন "চোর"।

বললাম, পাপন আমি তোমার জন্য কি লিখব। তুমি তো ছোট মানুষ। ছোটদের জন্য লেখা খুব কষ্ট।

কেন কষ্ট? আমি বলে দিচ্ছি, তুমি লেখো। পাপনের প্রস্তাব শুনে আমার চক্ষু স্থির। বললাম, আমি লিখব কেন? তুমি লেখ?

আমার কথা শুনে পাপন খাটের বাজু ধরে চক্কর দেয়।

বলে, বাহ! আমি তো ভালো করে লিখতেই পারি না। যখন পারব তখন লিখব। আমি তোমার জন্য কি লিখব বাবু? আমি পাপনকে আদর করে কাছে টানি। কি লিখবে? শোন তাহলে।

আজ আমাকে হেড ম্যাডাম মেরেছেন? এই দ্যাখো, পিঠে দাগ আছে। এটা তুমি লেখো, আমি পাপনের সার্ট খুলে অবাক। সত্যি তো ওর পিঠে সরু লম্বা লালচে দাগ, ওর কালো চামড়ায় দাগগুলো তেমন করে ফোটেনি। তোমাকে কেন মেরেছে? দুষ্টুমী করেছিলে? উহু— আমি জুতো পরে যাইনি বলে বড় ম্যাডাম মেরেছেন।

ওহ্! কষ্টে আমার গলা মুজে আসে। তোমার জুতো নেই?

আছে।

তবে?

এই দ্যাখ না, পায়ে কেমন চুলকানি হয়েছে ওষুধ দিয়েছি। জুতো মুজা পরতে পারি না।

এই আমাদের পাপনের গল্প।

কাকনের গল্পও এ ধরনের প্রায়। অন্য এক কিণ্ডার গার্টেনের ছাত্রী সে। কেটস পরে যায়নি সে। তার বাবা বলেছেন বেতন পেলে কিনে দেব জুতো। কাকনকে শাস্তিস্বরূপ ক্লাস থেকে বাইরে দাঁড় করে রেখেছেন টিচার। দু'চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে তার অপমানে। পাপনকে বলেছিলাম, তোমার স্কুলে যাব আমি।

আচ্ছা যেও। আমি মিথ্যা বলিনি। বড় ম্যাডাম একা আমাকেই মারেননি। আরও অনেককে মেরেছেন। খালামনি, স্কুলটা একদম পচা। একটা ফ্যান নেই। কি গরম! স্কুলে শুধু পড়া দেয়। বলে বাসা থেকে শিখে এসো। খালামনি, আমি অন্য স্কুলে পড়ব, তুমি একটা স্কুল দাও। তোমার স্কুলে পড়ব।

পাপন ওর স্কুলের আরও কত কথা শোনালে। কানন বললে, আমার আম্মু আমাকে ভালো করে পড়াতে পারে না। আমার আব্বু বলে, সময় নেই। আমার টিউটরও ইংরেজী বোঝে না। এটার অর্থ বলে দিন না আন্টি?

পাপন আমার হাত ধরে দোল খেতে খেতে বলে, আমাদের স্কুলের এক মেয়ে রোজ আপেল আর আংগুর নিয়ে আসে। একটা ছেলে চুপি চুপি ওর টিফিনবক্স থেকে সবক'টা আংগুর খেয়ে ফেলেছিল। ক্লাস টিচার ঐ ছেলেটার পিঠে বড় বড় করে লিখে দিয়েছেন "চোর"।

পাপনের কথা শুনে আমার মনটা ভারী হয়ে ওঠে। আমাদের সময়ের পাঠশালার পণ্ডিত মশাইর বেতের কথা মনে পড়ে। শুকনো মুখে ছেলে-মেয়েরা চিৎকার করে পড়া মুখস্ত করছে। বড় খোলা মেলামেলা ঘর। দু'পাশ খোলা। বেড়া নেই। বাতাস আসে। আলো আসে। দুলে দুলে ছেলে-মেয়েরা পড়া শেখে, একটু গাফেলতি হলেই পণ্ডিত মশাইর লিকলিকে বেত শপাং করে ওঠে।

পাপন আমার টেবিলের মোটামোটি বইর আড়ালে দাঁড়িয়ে কি করে আমি দেখতে পাইনা। বুকের ভেতর তখন কষ্টের পাখিটা চি চি করে ওঠে। আমি ব্যস্ত হই। মনে মনে ভাবি— হ্যাঁ পাপন, এবার আমি তোমার কথা লিখব। তোমাদের কথাই লিখব।